প্রথম আলো

তারিখ 19 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে সেই কর্মচারীদের বিক্ষোভ, উপাচার্য অবরুদ্ধ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্কিতভাবে নিয়োগ পাওয়া সেই ৫৪৪ কর্মচারীর একাংশ গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে তাঁর দপ্তরে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে। এ সময় তারা উপাচার্যের দপ্তরের ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করে। পরে পুলিশের সহায়তায় উপাচার্য মুক্ত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শতাধিক কর্মচারী তাঁদের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ও প্রক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। ছাত্র উপদেষ্টা ও প্রক্টর চাকরি স্থায়ীকরণের ব্যাপারে কোনো আশ্বাস না দেওয়ায় দুপুর ১২টার দিকে তারা ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মামনুনুল কেরামতের সঙ্গে তাঁর দপ্তরে দেখা করে। উপাচার্যও কোনো আশ্বাস না দিলে তাঁর সঙ্গে কর্মচারীদের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে কর্মচারীরা উত্তেজিত হয়ে উপাচার্য দপ্তরের পেছনের ফটকে তালা দিয়ে সেখানে বিক্ষোভ করতে থাকে। বেলা দুইটার দিকে উপাচার্য তাঁর দপ্তর থেকে বেরোতে চাইলে কর্মচারীরা তাঁকে বাধা দেয়। বাধার মুখে উপাচার্য তাঁর দপ্তরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। বিকেল পাঁচটার দিকে ইফতারের জন্য আন্দোলনরত বেশির ভাগ কর্মচারী চলে যাওয়ার পর পুলিশবেষ্টিত হয়ে উপাচার্য তাঁর দপ্তর ত্যাগ করেন।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মামনুনুল কেরামত সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অধ্যাপক ড. এনামুল হক, মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।

২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ২৫৫টি স্থায়ী পদের বিপরীতে ৫৪৪ জনকে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়। এদের মধ্যে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিন শতাধিক কর্মচারীর নিয়োগ স্থায়ী করা হয়। বাকিরা তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে আন্দোলন করছে।